মানব সেবাই যার আমৃত্যু সাধনা

পেশায় নার্স রোজ শুধু অসুস্থদের সেবা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। মেহেরপুরের মুজিবনগরের নিভৃত পল্লী বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এই কর্মী রোগীদের সেবার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ওই হাসপাতালে নিজ প্রচেষ্টায় স্থাপন করেছেন স্পেশাল বেবি কেয়ার ইউনিট।

বিভিন্ন এলাকার শিশুরা কম খরচে এখানে সেবা পাচ্ছে। প্রায় ১৭ বছর হলো হাসপাতালে ‘জি ওয়ার্ড’ নামে একটি বৃদ্ধাশ্রমও চালু করেছেন, যেখানে বর্তমানে ১৮ জন নিবাসী রয়েছেন।

হাসপাতালের সঙ্গে নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটও প্রতিষ্ঠা করেছেন নার্স রোজ। বর্তমানে সেখানে ৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন। এখান থেকে প্রতিবছরই প্রশিক্ষণ শেষে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন অনেকে।

স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তুলেছেন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সুজিত মণ্ডল জানান, ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া রোজ সিস্টার ২২ বছরের বেশি সময় ধরে এই হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করছেন। এর পাশাপাশি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও তত্ত্বাবধান করেন মমতা দিয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে।

তিনি জানান, রোজ সিস্টার এই মিশন হাসপাতালের প্রাণ।

জিলিয়ান এম রোজ ওরফে রোজ সিস্টারের বয়স এখন ৮০ বছর ছুঁই ছুঁই। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন। একপর্যায়ে জড়িয়ে পড়েন চিকিৎসাসেবায়। ১৯৮১ সাল থেকে সেবিকা হিসেবে মিশনারি হাসপাতালে যোগ দেন। মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত এই মানুষটি এখন এলাকায় একনামে রোজ সিস্টার হিসেবে পরিচিত।

রোজের বাবা সিএ রোজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া রোজ ছোটবেলায়ই বাবাকে হারান। মায়ের সংসারে একমাত্র ভাইয়ের সঙ্গে ভালোই চলছিল রোজের। তরুণ বয়সেই নিয়ে ফেলেন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত। তা হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে

আত্মনিয়োগ। ১৯৬৪ সালে ২৫ বছর বয়সে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন এ দেশে।

১৯৮১ সালে ধর্মপ্রচার ছেড়ে সরাসরি চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মানবসেবার সিদ্ধান্ত নেন রোজ। নার্স হিসেবে শুরু করেন মানবসেবা। মাঝখানে ১৯৮৬ সালে বয়োবৃদ্ধ মায়ের সেবার জন্য দেশে ফিরে যান। তবে মা মারা গেলে ওই বছরই ফিরে আসেন বাংলাদেশে। এরপর প্রায় তিন দশকের অধিক সময় ধরে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে সেবা দিচ্ছেন।

মানবসেবায় নিবেদিত এ মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনে সংসারী হয়ে ওঠা হয়নি। তাঁর একমাত্র ভাই ডক্টর ডি এ রোজ ইংল্যান্ডে থাকেন পরিবার নিয়ে।

তিনি বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল থেকে কোনো বেতন নেন না, ব্রিটিশ সরকারের পেনশনে চলে রোজের সংসার। অন্যদিকে বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে কিছু অর্থ নিয়ে ও নিজের থেকে কিছু অর্থ দিয়ে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের দরিদ্র রোগীদের সেবা দেন তিনি।

কথা হয় জিলিয়ান এম রোজের সঙ্গে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তবুও কর্মচঞ্চল রোজ বলেন, ‘মানবসেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমার এই সেবার কার্যক্রমে পরিবারের লোকজনও সন্তুষ্ট। আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন এভাবে সেবা দিয়ে যাব।

পৃথিবীতে এসেছি সেবা দিতে। বৃদ্ধদের জন্য কেউ কিছু করে না। তাই আমি নিজে একটি বৃদ্ধাশ্রম খুলেছি। সেখানে তাঁরা যেন ভালোভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।’

রোজ সিস্টার হাসপাতালের রোগী ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মানবসেবায় তিনি যেমন পেয়েছেন আত্মার প্রশান্তি, তেমনি হয়ে উঠেছেন সবার আপনজন। সেবা দিতে গিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তাঁর আত্মার সখ্য।

অশীতিপর এই বয়সে চলার শক্তি অনেকটা কমে গেলেও দমে যাননি শীর্ণকায় এই আত্মপ্রত্যয়ী নারী।

তবে নিজ দেশ ছেড়ে সুদূর এই দেশে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকলেও পাঁচ বছর পর পর পাসপোর্ট নবায়ন করতে গিয়ে রোজকে পড়তে হয়

বিড়ম্বনায়।

নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া এখনো পাননি। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিলে একদিকে ভিসা জটিলতা থেকে তিনি মুক্তি পেতেন, অন্যদিকে মানবসেবী এই নারীকে প্রকৃত সম্মানও দেওয়া হতো বলে বলে মনে করেন স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের সব কার্যক্রম চলে চার্চ অব বাংলাদেশের অনুমোদনে। ১৯৮৯ সালে চার্চ অব বাংলাদেশ খ্রিস্টানপ্রধান বল্লভপুরে প্রায় তিন একর জমির ওপর এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠান করেন।

এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে নার্সিং প্রশিক্ষণের ছাত্রী মেরি মণ্ডল ও শিলা মণ্ডল বলেন, ‘জুলিয়ান এম রোজ একটি আদর্শ। আমাদের মায়ের মমতা দিয়েই কাজ শেখান তিনি। তাঁকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে আমরাও তাঁর মতো জীবন গড়তে চাই।’

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন জানান, এখানে সেবা নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে জুলিয়ান এম রোজের এক প্রকার সখ্য গড়ে উঠেছে। মায়ের মমতা মাখা হাত দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সেবা করতে গিয়েই এলাকার মানুষের হৃদয়ে এক অন্য রকম জায়গা করে নিয়েছেন রোজ। এলাকার রোগী ও সাধারণ মানুষ জিলিয়ানকে খুবই আপনজন হিসেবে দেখে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, ‘জিলিয়ান এম রোজ বাংলাদেশকে ভালোবেসে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।’

- মর্তুজা ফারুক রুপক

গাংনীতে জাতীয় ভিটামিন ‘‘এ’’ প্লাস ক্যাম্পেইনে অবহিতকরন

সভা

জাতীয় ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাম্পেইন /২০২০ গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আয়োজনে উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরন ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রিয়াজুল আলম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আশরাফুল ইসলাম, সহকারি কমিশনার (ভুমি) ইয়ানুর রহমান, গাংনী থানার এস.আই হাবিব, গাংনী উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও উপজেলা জামে মসজিদের ইমাম ইলিয়াস হোসেনসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ অংশগ্রহন করেন ।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ইপিআই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশিদ জানান, এবছর ৬-১১ মাস বয়সের ৩৭৫২ জন শিশুকে এবং ১২-৫৯ মাস বয়সের ২৯ হাজার ৭৫৮ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

এ জন্য ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে ২১৯ টি কেন্দ্র নির্ধারন করা হয়েছে। ২৭ জন তত্বাবধানকারীর তত্বাবধঅনে ৪৩৮ জন সেচ্চাসেবীর মাধ্যমে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সুষ্ঠ ভাবে সমপন্ন করা হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে বিনামূল্যে ৩ হাজার

রোগিকে চিকিৎসা দিলেন দেড়’শ চিকিৎসক

ঝিনাইদহে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে ৩ হাজার রেগিকে চিকিৎসা সেবা প্রদাণ করা হয়েছে।

শুক্রবার দিনব্যাপী সরকারি কেসি কলেজে এ ক্যাম্পের আয়োজন করে ঢাকাস্থ ঝিনাইদহ অফিসার্স ফোরাম। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম।

ক্যাম্প উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম বলেন, সরকারি স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়া হচ্ছে। সম্পদের অভাব নেই, শুধু প্রয়োজন উদ্যোগ ও আন্তরিকতার।

সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বিএম রেজাউল করিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, ডাক ও টেলি যোগাযোগ সচিব নুরুর রহমান, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, ডাঃ প্রফেসর অলোক কুমার সাহা, স্বাস্থ্য বিভাগের খুলনা বিভাগের পরিচালক ডাঃ রাশেদা সুলতনা, সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম, উপ-সচিব মঞ্জুরুল হাফিজ, ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান (পিপিএম) ও পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

পরে দিনব্যাপী দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ৬৫ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ ১’শ ৪০ জন ডাক্তার রোগিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। সেবা পেতে সকাল থেকে রোগিরা এসে কলেজ ক্যাম্পাসে ভিড় করে।

আয়োজকরা জানান, প্রায় ৩ হাজার রোগিকে সেবা প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপত্রসহ রোগিদের কিছু ওষুধও দেওয়া হয়।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

জীবননগরে ফ্রি চক্ষু মেডিকেল ক্যাম্প

জীবননগরে ফ্রি চক্ষু মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হলরুমে ফ্রি চক্ষু মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ময়েন উদ্দিন মঈনের সভাপেিতত্বে ফ্রি চক্ষু মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করেন ডা . আবু এহসান মো : ওয়াহেদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান , ইউপি সদস্য ইমাদ আলী , ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বকারী আশরাফুজ্জামান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন লিটন।

-জীবননগর প্রতিনিধি

শীতেও পর্যাপ্ত পানি পান করুন

শীতে পানির পিপাসা কম লাগার কারণে আমরা অনেক সময় পানি খাওয়া কমিয়ে দেই।ফলে শরীরের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হতে পারে। শীতের সময়ে ঘাম হয়ে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া কমে যায়। এ সময় পানি খুব একটা খাওয়া হয় না।তাই শরীরে পানির ঘাটতি হলেও অনেকে বুঝতে পারেন না।

মানবদেহের ৭৫ ভাগই পানি। খাবার ছাড়া কয়েক দিন কাটাতে পারলেও পানি না খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। শারীরিক জটিলতা কিন্তু তাই পানির ঘাটতিতে থেমে থাকে না।তাই অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করতে হবে।

যে সব লক্ষণে বুঝবেন শরীরে পানির ঘাটতি -

১. শরীরে পানির অভাব দেখা দিলে মাথা যন্ত্রণা, মাইগ্রেন বা চোখের সমস্যা হতে পারে। হঠাৎ মাথা ধরলে বুঝবেন পানি খাওয়া প্রয়োজন।

২. শীতে অসুস্থ হলে শুধু ওষুধে ভরসা রাখবেন না। তার সঙ্গে চেষ্টা করুন পানির পরিমাণও বাড়াতে।

৩. শরীরের টক্সিন ও ব্যাকটিরিয়াকে শরীর থেকে বের করে দেয় পানি। কম পানি খেলে সে সব ভালো করে বেরুতে পারে না। ফলে শরীর দুর্বল হতে থাকে।

৪. মূত্রের মাধ্যমে শরীরের অনেকটা টক্সিন বেরিয়ে যায়। কিন্তু পানি কম খেতে থাকলে শরীর তার পর্যাপ্ত টক্সিন বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপকরণ পায় না। তাই মূত্র কম তো হয়ই, সঙ্গে তাতে জ্বালাভাবও থাকে।

৫. পানি কম খেলে কোলন বর্জ্য জমা করার সময় মল থেকেও পানিটুকু শুষে নেবে। ফলে মল কঠিন হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে।

৬. খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই আবার খিদে পেয়েছে বুঝলে আর বারবার এমন হতে থাকলে জোর দিন পানি খাওয়ায়।

৭. শরীরে টক্সিন জমলে অবধারিতভাবে তা ত্বককে নিষ্প্রাণ করে তুলবে।বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে নিয়মিত পানি পান করুন।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

খাবার স্যালাইনে ভুল পদ্ধতিতে হতে পারে শিশুর মৃত্যু

কিছুদিন আগে একজন ডাক্তার সাহেবের স্ট্যাটাস মারফত জানতে পারলাম

তার কাছে আসা এক ছোট্ট শিশু মারা গেছে। কারণ কী? অনুসন্ধান করে জানা গেলো শিশুটির ডায়রিয়া হয়েছিল। মা ওরস্যালাইন খাবার যে নিয়মটি তা জানতেন না অথবা মানেননি। ফলে শিশুটির শরীরের লবণের মাত্রা ভীষণ রকমের বেড়ে যায় এবং অবধারিতভাবে মারা যায়। একটি ফুটফুটে শিশুর জীবনবাতি চিরতরে নিভে গেল।
একটা ছোট্ট শিশু পৃথিবীর কোনোকিছু বোঝে না, জানে না। তার লালন-পালনের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে তার মা-বাবা। ফলে একজন মা কিংবা বাবার কিন্তু কিছু প্রিলিমিনারি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন শিশুর লালন-পালন সম্পর্কে এবং অতি অবশ্যই শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে।

আমি কোনোভাবেই বলব না এই মায়ের ভালোবাসা, স্নেহ বা ডেডিকেশানের কোনো অভাব ছিল; তবে খুব সম্ভবত জ্ঞান বা সচেতনতার অভাব ছিল। যদিও জীবন-মৃত্যু সবকিছু আল্লাহর ইশারায় হয়, তবুও বোধহয় তিনি নিজেকে কিছুটা অপরাধী ভাববেন।

আসলে ঘটনাটি কী হয়েছে? সবার বোঝার জন্যে খুব সিম্পলিফাই করে বলা যাক। ওরাল রিহাইড্রেশান সল্টের (যাকে পানিতে মেশানোর পর আমরা স্যালাইন বলছি) মধ্যে থাকে লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, থাকে গ্লুকোজ এবং ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট৷ নিয়ম হচ্ছে আমাদের যে স্যালাইনের প্যাকেটটি পাওয়া যায় তা হাফ লিটার পানির মধ্যে মিশিয়ে খাওয়তে হয়।

এখন কেউ যদি এর চেয়ে অল্প পানিতে স্যালাইন মিশিয়ে খাওয়ায় তাহলে কী হবে? শরীরে লবণের মাত্রা বেড়ে যাবে অনেক বেশি।

এর প্রভাবে কোষ থেকে পানি বেরিয়ে আসবে, বিশেষ করে ব্রেইনের। কোষগুলো নষ্ট হবে। এবং তা থেকে মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক না৷ যেমনটি হয়েছে এই শিশুর ক্ষেত্রে। সোডিয়াম ক্লোরাইড রক্তে থাকার কথা ১৩৫-১৪৫ মিলিমোল/লিটার, সেখানে শিশুটির হয়ে গিয়েছিল ১৬৫ মিলিমোল/লিটার! তার মা না কি একটু একটু করে সল্ট নিয়ে একটু একটু করে পানিতে মেশাচ্ছিলেন৷ ফলে লবণ পানির যে রেশিওটি মেইন্টেইন করার কথা ছিল তা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন : তাহলে স্যালাইন কীভাবে বানাতে হবে?

উত্তর: হাফ লিটার পানি নিতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় হাফ লিটারের একটা বোতল দিয়ে মেপে নিলে। এবার পুরো প্যাকেটটির সবটুকু ঢেলে দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে৷ এরপর পরিমাণমতো খাওয়াতে হবে।

প্রশ্ন: কী ধরনের পানির সঙ্গে মিশাবো? ডিসটিলড ওয়াটার না কি

আমরা যে পানি খাই সেটা?

উত্তর : আমরা নিয়মিত যে পানি পান করি সেটাই ব্যবহার করব; ডিসটিলড ওয়াটার না। কারণ সে পানিতে বেশ কিছু মিনারেল আছে। ডায়রিয়ার সঙ্গে মিনারেল বেরিয়ে যায় শরীর থেকে।

প্রশ্ন : একটু একটু করে সল্ট পানির সাথে মেশালে হবে না?

উত্তর : না, হবে না। লবণের তুলনায় পানি কম-বেশি হয়ে উপরের কেইসের মতো ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। তাই পুরোটা একসাথেই বানাতে হবে।

প্রশ্ন : স্যালাইন বানিয়ে কতোক্ষণ রাখা যাবে?

উত্তর : ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে।

প্রশ্ন : ১২ ঘণ্টা পর স্যালাইন রয়ে গেলে সেটা কী করব?

উত্তর : ফেলে দিতে হবে।

প্রশ্ন : টাকা দিয়ে কিনেছি নষ্ট কেন করব?

উত্তর: এটা নষ্ট করা না। এর মধ্যে গ্লুকোজ থাকে। যে পানিতে গ্লুকোজ থাকে তা জীবাণু বেড়ে ওঠার জন্যে বিপজ্জনকভাবে কাজ করে। আর ১২ ঘণ্টা পর সেখানে জীবাণুর সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই স্যালাইন খাওয়ালে শরীরে জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে।

প্রশ্ন: গ্লুকোজ যখন খারাপই, তাহলে এখানে গ্লুকোজ দেবারই বা কী দরকার ছিল?

উত্তর: একটা মানুষের যখন বারবার লুজ স্টুল পাস হতে থাকে, সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই গ্লুকোজ তাকে এনার্জি দেয়। তাছাড়া ডায়রিয়ার সময় প্রচুর লবণ বেরিয়ে যায় শরীর থেকে, এখন স্যালাইনের মধ্যে যে লবণ (সোডিয়াম) থাকে তা কোষের ভেতরে ঢোকাতে গ্লুকোজের সহায়তা লাগে।

প্রশ্ন: এতো যখন ঝামেলা তো স্যালাইন বারবার খাওয়াবার দরকার কী? শুনেছি বাজারে ইমোটিল নামে একটা ওষুধ পাওয়া যায় সেটা খেলে না কি ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যায়? সেটা খাইয়ে দিই?

উত্তর: না। ২০ বারের বেশি ডায়রিয়া হলে চিকিৎসকরা এটা দিয়ে

থাকেন। তাছাড়া এই ওষুধটার কিছু সমস্যা আছে। ডায়রিয়ার সঙ্গে শরীরের বিষাক্ত পদার্থ/জীবাণুগুলো বেরিয়ে যায়, এখন আমরা যদি এই ওষুধ দিই তাহলে স্টুল পাস হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে৷ ফলে সেগুলো শরীর থেকে বের হবে না, যা ক্ষতিকর। এছাড়া ছোট বাচ্চাদের ক্ষুদ্রান্ত্রের মুভমেন্ট বন্ধ করে দিয়ে ‘প্যারালাইটিক আইলিয়াস’- এর মতো ভয়াবহ অবস্থা করতে পারে।

আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন সবসময়। মনে রাখবেন আপনার চিকিৎসক আপনার আপনজন। কোনো চিকিৎসকই কোনোভাবেই চান না তার রোগী খারাপের দিকে যাক। এটা তার জন্যে গ্লানিকর। না জানা দোষের কিছু না, জানতে চেষ্টা না করা দোষের কিছু হবার সম্ভাবনা বেশি।

লেখক: ডা. মারুফ রায়হান খান

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে উচ্চতর ডিগ্রিতে অধ্যয়নরত

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যে অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় ঝন্টু হোসেন (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ঊঠেছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ঝন্টু মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার দিন মোহাম্মদের ছেলে। সে ইউনিলিভার কোম্পানীর এর বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
এদিকে, এ ঘটনার পর থেকে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে উত্তেজনা সৃষ্টি কর্ ◌েপরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিহতের স্বজনরা জানায়, জরুরী বিভাগে প্রায় আধা ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর চিকিৎসা শুরু করা হয় ঝন্টুর। তারপর গ্যাসের ইনজেকশন দেওয়ার

৩মিনিটের মাথায় তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

নিহত ঝন্টুর ছোট ভাই মন্টু বলেন, প্রতিদিনের মত শনিবার সে কোম্পানীর কাজে বের হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে পৌছালে ঝন্টু মাথাঘুরে মাটিতে পড়ে যায়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াদুদ রহমানকে বার বার অনুরোধ করেও সে ব্যবস্থা নিতে গাফিলতি করে। বার বার বলাতে সে আমাদের সাথে খারাপ আচরন করে বসে থাকতে বলে। এরপর চিকিৎসা শুরু হলে প্রথমে তাকে একটা ইনজেকশন দেওয়া। এরপর ৩ মিনিটের মাথায় সে কালো বর্ণ ধারণ করে মৃত্যুর কলে ঢলে পড়ে ঝন্টু।

স্বজনরা আরো অভিযোগ করেন, ঝন্টুকে হাসপাতালের একজন শিক্ষানবীস সেবিকা তার শরীরে ইনজেকশন দেয়। মৃত্যুর পরেই সেই সেবিকা হাসপাতাল থেকে আত্মগোপন করে।
হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় স্বজনরা হাসপাতালে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে তোপের মুখে পড়ে চিকিৎসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) এহসানুল কবির প্রথমে আসতে না চাইলেও পরবর্তিতে তোপের মুখে তিনি আসতে বাধ্য হন। আরএমও আসার পর স্বজনরা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল হাসপাতালে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

ঝন্টুকে চিকিৎসা দেওয়া জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ওয়াদুদ রহমান জানান, আমরা রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে গ্যাসের ইনজেকশন সাথে আরও কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। তার হার্টের ইসিজি পরীক্ষা নরমাল পাওয়া যায়। সে অনুযায়ি তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা দিতে দেরি হওয়ার কারন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তেমন একটা দেরি হয়নি।

হাসপাতালের আরএমও এসানুল কবির বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ভর্তি করানো হয়েছে। তার হার্টের অবস্থা ভালো ছিল। আমাদের ধারনা তার ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু হতে পারে। ষ্ট্রোকের রোগীকে গ্যাসের ইনজেকশন দেওয়া যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তিনি আরো জানান, চিকিৎসায় গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক একটি তদন্ত কমিটি করবেন বলে জানতে পেরেছি।

হাসাপাতেলর ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. তাপস কুমার বলেন,

রোগীটি ভুল চিকিৎসায় নাকি অন্য কারনে মারা গেলো এটা ফরেন্সিক রিপোর্ট দেখার পর বলতে পারবো। তবে রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী গ্যাসের ইনজেকশন দেওয়ার পর সে মারা গিয়েছে কিনা আমরা ক্ষতিয়ে দেখছি।

হাসপাতালের শিক্ষানবিশ কাউকে দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের কোন এখতিয়ার নেই। তারা সিনিয়র স্টাফদের সাহায্য করবে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রনে। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে হাসাপতাল কর্তৃপক্ষ।

-নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্রেস্ট ক্যান্সার কাদের বেশি হয়?

ব্রেস্ট ক্যান্সার কাদের বেশি হয়?

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও আশঙ্কাজনক হারে প্রকোপ বাড়ছে ব্রেস্ট বা স্তন ক্যান্সারের। বলা হয়ে থাকে প্রতি ৮ জন নারীর মধ্যে ১ জনের জীবদ্দশায় ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়ে থাকে। কাদের বেশি হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার?

– ৯৯.৫% ক্ষেত্রে মহিলাদের, ০.৫% ক্ষেত্রে পুরুষদের।

– বয়স : সাধারণত ৩০-৬০ বছর।

– ইউরোপের দেশগুলোর অধিবাসীদের।

– পরিবারে যদি অন্য কারও হয়ে থাকে (মা, খালা ইত্যাদি)।

– যারা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নেন। জন্মনিরোধক ওষুধ খান।

– যাদের মাসিক আগে শুরু হয় এবং দেরিতে মাসিক বন্ধ হয়।

– যারা প্রথম বাচ্চা বেশি বয়সে নেন।

– চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খান।

– সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান না।

– যাদের সন্তান নেই।

কী কী উপসর্গ নিয়ে আসেন রোগীরা?

– এক ব্রেস্ট বা দুই ব্রেস্টের আকারে বা গঠনে কোনো পরিবর্তন। চাকা চাকা দেখা যাওয়া।

– নিপল বা স্তনবৃন্ত থেকে রস নিঃসৃত হওয়া। কখনও রক্ত নিঃসৃত হওয়া।

– নিপল ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, নিপলে চির ধরা।

– বগলে চাকা চাকা কিছু দেখা যাওয়া।

– অনেক সময় ব্রেস্টের চামড়া গর্ত গর্ত হয়ে যায় (অনেকটা কমলার খোসার মতো)।

– এ ছাড়া ব্রেস্ট ক্যান্সার যদি শরীরের অন্যান্য জায়াগায় ছড়িয়ে যায় তাহলে কাশি, জণ্ডিস, হাড়ে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে রোগী আসতে পারে।

কীভাবে ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়?

১. রোগের যথাযথ ইতিহাস নিয়ে এবং পরীক্ষা করে

২. ইমেজিং :- আল্ট্রাসনোগ্রাফি ,ম্যামোগ্রাফি

৩. হিস্টোলজি :

– FNAC

– বায়োপসি

৪. টিউমার মার্কার্স : যেমন- BRCA- 1, BRCA-2

তবে ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে নিরূপণের জন্য প্রতি মাসে একবার নিজে নিজে ব্রেস্ট পরীক্ষা (Self Breast Examination) করে দেখতে বলা হয়ে থাকে।

যেভাবে করা যেতে পারে সেল্ফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশান :

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা :

ক. দুই বাহু মাথার ওপরে বা পেছনে উঁচু করে ধরতে হবে।

খ. লক্ষ্য করতে হবে স্তনের আকার-আকৃতি, উপরের চামড়া বা রঙের কোনো পরিবর্তন আছে কি না। যেমন : চামড়া পুরু হয়ে যাওয়া, লালচে বা কালচে হয়ে যাওয়া, তাপ অনুভব করা।

বিছানায় শুয়ে পরীক্ষা :

ক. ডান কাঁধের ওপর বালিশ রাখতে হবে।

খ. ডান হাত মাথার পেছনে দিতে হবে।

গ. বাম হাতের ৩ আঙুল দিয়ে ডান স্তন চক্রাকারে পরীক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে কোনো তরল বা রক্ত নিঃসৃত হয় কি না।

ঘ. একইভাবে বাম পাশের স্তন পরীক্ষা করতে হবে।

স্নান করার সময় পরীক্ষা :

ক. একটি হাত মাথায় রাখতে হবে।

খ. অন্য হাতের আঙুল দিয়ে কলার বোনের কয়েক ইঞ্চি নিচ থেকে একদম বগল পর্যন্ত চেপে দেখতে হবে কোনো চাকা বা ব্যথা অনুভূত হয় কি না।

আর যাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তাদের প্রতি ৬ মাসে একবার আল্ট্রাসনোগ্রাফি বা ম্যামোগ্রাফি করাতে বলা হয়। যাদের বয়স ৩০ বছরের কম তাদের জন্য আল্ট্রাসনোগ্রাফি এবং যাদের ৩০ বছরের বেশি তাদের জন্য ম্যামোগ্রাফি অধিক প্রযোজ্য।

কীভাবে চিকিৎসা করা হয় ব্রেস্ট ক্যান্সারের?

কয়েক প্রকারের চিকিৎসা রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের। যেমন :

১. অপারেশন

২. রেডিওথেরাপি

৩. কেমোথেরাপি

৪. হরমোন থেরাপি

৫. ইমিউন থেরাপি

লেখক: ডা. মারুফ রায়হান খান, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে উচ্চতর ডিগ্রিতে অধ্যয়নরত

সূত্র: যুগান্তর

প্রস্রাবে যেসব লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাবেন

এটি নারীদেরই সাধারণত হয়। পুরুষদের কমই দেখা যায়। তবে ১ম ১ বছর এবং ষাটোর্ধ্বদের ক্ষেত্রে হতে পারে।
কেন নারীদের বেশি হয়?

- তাদের মূত্রনালী আকারে ছোট হয়।

- এটি মলদ্বারের নিকটবর্তী, তাই সেখান থেকে জীবাণু প্রবেশ করতে
পারে।

- প্রোস্টেট গ্লান্ড থেকে পুরুষদের এক ধরনের তরল নিঃসৃত হয় যা
ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে। নারীদের ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতি।

এছাড়া যৌনমিলনের সময় মূত্রনালীতে আঘাত লাগতে পারে তখন পেরিনিয়াম থেকে মূত্রথলীতে জীবাণু প্রবেশ করে এ রোগটি হতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়:

- যারা বিভিন্ন কারণে মূত্রথলী পরিপূর্ণভাবে খালি করতে পারেন না।

– মূত্রনালীতে যদি ক্যাথেটার করা থাকে। কিডনি, মূত্রথলি কিংবা মূত্রনালীতে যদি পাথর জমা হয়।

– যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যেমনঃ মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া নারী ও ডায়াবেটিস রোগী।

লক্ষণসমূহ:

১। হঠাৎ করে ঘনঘন প্রস্রাব পাওয়া।

২। প্রস্রাব করার সময় খুব জ্বালাপোড়া হওয়া ।

৩। প্রস্রাব করার সময় অথবা শেষে তলপেটে ব্যথা অনুভব করা।

৪। প্রস্রাব করা শেষে পুরোপুরিভাবে প্রস্রাব হয়নি, কিছু থেকে গিয়েছে এরকম অনুভব করা।

৫। প্রস্রাব কখনও কখনও ধোঁয়াচ্ছন্ন হতে পারে, দুর্গন্ধযুক্ত হতে পারে।

৬। কখনও কখনও প্রস্রাবের সাথে রক্ত যেতে পারে।

চিকিৎসা

উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক এক্ষেত্রে প্রধান চিকিৎসা। তবে বলে রাখা ভালো, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজেরা কিংবা ফার্মেসিওয়ালাদের কাছ থেকে যেকোনো এন্টিবায়োটিক গ্রহণ করা বিপজ্জনক হতে পারে। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে বলা হয়ে থাকে।

যাদের বারবার এই রোগটি হয় তারা এটি প্রতিরোধের জন্য যা করতে পারেঃ

– দিনে অন্ততপক্ষে ২ লিটার তরল পান করা।

– প্রস্রাব চেপে না রেখে নিয়মিত মূত্রথলী খালি করা।

– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা।

– যৌনমিলনের আগে ও পরে প্রস্রাব করে নেয়া।

গাংনীর রবিউল ইসলাম মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভুল অপারেশনে আবারও মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে রবিউল ইসলাম মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভুল অপারেশনে নাসিরা খাতুন নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে ক্লিনিক মালিক তরিকুল ইসলাম বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রোগীর স্বজনদের টাকা পয়সা দিয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানান। ক্লিনিক মালিক সাংবাদিকদের বলেন রোগীদের যেহেতু ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছে সেহেতু তাদের অভিযোগ করার কথা নয়।
এর আগে রবিউল মেমোরিয়াল হামপাতালে অপারেশনের কারণে রোগীর অবস্থার অবনতী হলে রোগীর স্বজনরা কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তাররা রোগীর অবস্থার অবনতি দেখে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারাও একই কথা বলেন। রোগীর অবস্থার এমন অবনতী দেখে রোগীর স্বজনরা গাংনীর রবিউল মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করারও কথা বলেন।
পরে রোগীর স্বজনদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে স্বজনরা মামলার পথ থেকে ফিরে আসেন বলে জানা যায়।
এদিকে রোগীর এক স্বজন জানান, রবিউল মেমোরিয়ালের মালিক তরিকুল ইসলাম নিহত নাসিরা খাতুনের ছেলেকে টাকা দিয়েছে বলে জানান। রোগীর স্বজনদের টাকা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তা অকপটে স্বীকার করেন হাসপাতাল মালিক তরিকুল ইসলাম।
প্রথম দিন এনিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষওরোগীর স্বজনদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়।প্রথম দিন রোগীর স্বজনরা সাংবাদিকদের

কাছে ক্লিনিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ভুল অপারেশনে যদি রোগী মারা যায় তাহলে ক্লিনিকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দ্বায়ের করবে।কিন্তু রোগীর মৃত্যুর পার আজ জানতে চাইলে তারা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি।
এদিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার বিডি দাস কোন সার্জিক্যাল অভিজ্ঞতা না থাকা শর্তেও অপারেশন করতে পারেন কিনা এ নিয়ে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাছাড়াও অপারেশন টেবিলে কোন এ্যানেস্থেসিয়া ডাক্তার ছিলনা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডাঃ বিডি দাস সাংবাদিকদের বলেন এ্যনেস্থেসিয়া না থাকায় আমি নিজেই রোগীর অপারেশন করেছি। তাছাড়া রোগীর স্বজনদের মধ্যে থেকে চারজনের মৃত্যুঝৃকির স্বাক্ষর নিয়েই অপারেশন করা হয়েছে। এতে রোগীর কিছু হলে আমাদের কিছু করার নেই কারণ তাদের সম্মতিতেই অপারেশন করা হয়েছে।
মৃত নাসিরার এক মেয়ে জানান, মায়ের অপারেশনের একদিন পর অবস্থার অবনতি হলে বার বার ডাক্তারকে আসতে বললেও সেখানকার কোন ডাক্তার না এসে শুধু মাত্র কর্তব্যরত নার্স দিয়ে যে ওষুধ লিখা ছিল সেই ওষুধই সেবন করাত। অবশেষে কর্তব্যরত নার্স তাদেরকে যখন জানায় রোগী বাঁচাতে হলে অন্যত্র নিয়ে যাও। তখন আমরা আমাদের রোগী নিয়ে কৃষ্টিয়া পরে রাজশাহী নিয়ে আসি। অবশ্য স্থানীয়রা প্রশ্ন তোলেন তারা যদি ভুল চিকিৎসা না করবে তাহলে টাকা দেবে কেন
গাংনীর রবিউল মেমোরিয়াল হাসপাতাল তার নিজেস্ব দালাল নিয়োগ করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বিভিন্ন রোগীদের ভাগিয়ে নিয়ে আসার প্রমাণ আছে। এছাড়াও ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও একই উপজেলার রামনগর গ্রামের এক গৃহবধুকে প্রাণ দিতে হয়েছে রবিউল মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভুল অপারেশনের ফলে। সিভিল সার্জন ডাঃ শামিমা নাজনিন জানান, আসলে কেমন অনিয়ম হয়েছে না দেখে বলা সম্ভব নয়। তবে এ্যনেস্থেসিয়া ছাড়াই অপারেশন করা নিয়ম বহির্ভুত। তবে তার এ্যনেস্থেসিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটাও একটা বিষয়। অভিজ্ঞতা না থাকলে এনেস্থেসিয়া করাটা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন আমি এখন ঢাকাতে ট্রেনিং এ আছি এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখে বলা যাবে।
দালাল দিয়ে রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে রবিউল মেমোরিয়াল হাসপাতাল মালিক তরিকুল ইসলামকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অর্থদন্ড সহ তার মুচলেকা নিয়ে সতর্ক করা হয়। তারপরও দালাল দিয়ে রোগী ভাগিয়ে নেওয়া বন্ধ হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে স্থানীয়রা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।